রেডিও মেঘনা বুলেটিন

জুন, 2021; সংখ্যা-৩৯

আমাদের উদ্দেশ্য

রেডিও মেঘনা (উখিয়ার কক্সবাজার) কমিউনিটি রেডিও এর একটি কমিউনিটি রেডিও। আমাদের উখিয়ার জনগণের প্রাণিক মানুষের জীবন-মান উন্নয়নের লক্ষ্য কাজ করে। এটি উখিয়ার ঝিলঞ্জা ক্যাম্পের রোহিঙ্গা উপজেলার 2015 সালে যাত্রা শুরু করে। রেডিও মেঘনা জেন্ডার সমতার দাবি, নারীর ক্ষমতায়ন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা ও পরিবেশ সুরক্ষা, গ্রাম, কৃষি, কিশোরী মেয়ে ও নিপীড়িত নারীকে, সংস্কৃতিক ও মানবীয় উন্নয়ন উন্নয়ন করা এবং সমাজের সকল বৃশ্রের মধ্য দিয়ে কণ্ঠস্বর বাড়াতে কাজ করে।

/radiomeghna99.0 radiomeghna.net

রেডিও মেঘনা শুনে স্বাবলম্বী হওয়ার অনুপ্রেরণা পেয়েছেন আয়েশাবাগের নিলুফা বেগম।

ছবি: খাদিজা আক্তার, স্থান: আসলামপুর, চরফ্যাসন।

নিলুফা আক্তারের বিয়ে হয়। সংসার চালানোর জন্য স্বামীর ছোট একটা দোকান ছিল। কিন্তু ঋণ-দেনার কারণে সেটিও বন্ধ হয়ে যায়। তার দুই ছেলে ও এক মেয়ের লেখাপড়ার খরচ, সংসারের খরচ মিটাতে কোন উপায় দেখছিলেন না তিনি। পরে রেডিও মেঘনার নারীদের সফলতার গল্প শোনে প্রেরিত অনুষ্ঠান নারী তাঁর মনে হিমও অনুপ্রেরণা। তিনি বলেন ‘রেডিওতে শুনলাম এক নারী হাঁস-মুরগী পালন করে স্বাবলম্বী হইছে, সংসারে আয় উন্নতি হইছে। আমিও আমার স্বামীর সাথে এই বিষয়ে পরামর্শ করে মুরগীর খামার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। তার আমার স্বামী বলে, হ তুমি ঠিক করছো, বাড়িতে মুরগীর খামার করা যাইবো। আমও তুমার সাথে কাজ পারমু’। তারপর নিজেদের জমানো কিছু টাকা দিয়ে ছোট আকারে মুরগীর খামার শুরু করেন। শুধু তাই না মানুষের সহযোগিতা ও পরামর্শ নিয়ে আরোও অনেক মুরগীর বিভিন্ন জাতের খামার করতে পারে নিজে। তারপর নিজের উদ্যমে এগিয়ে যেতে থাকেন তিনি। বর্তমানে তিনি দুটি খামার পরিচালনা করেন। কাজের ধারে অনেক লাভবান হচ্ছেন। রেডিও মেঘনার জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে তার এই পরিবর্তন হয়। রেডিও মেঘনাকে ধন্যবাদ জানান নিলুফা বেগম।

রেডিও মেঘনা শুনে নিজের মা হওয়ার সুখকর মুহূর্তের পরিচয় সম্পর্কে জানলেন শারমিন বেগম।

উখিয়ার পোরামতার বাসিন্দা শারমিন বেগম (25বছর) নিয়মিত রেডিও মেঘনা শোনেন। সন্তান সম্ভবা শারমিনের গর্ভধারণের ছয় মাস চলে। কাজের ফাঁকে দুপুরে নিয়মিত রেডিও শোনা, মহিলাদের জন্য মজে বিষয়ক অনুষ্ঠান, নাটিকাসহ সকল তথ্য শুনে থাকেন তিনি। গর্ভাবস্থায় কোন ধরনের খাবার খাওয়া উচিত, কোন খাওয়া উচিত নয় কোন কোন কাজ করা উচিত বা এই সব বিষয় জেনে উপকৃত হচ্ছে বলেন জানান তিনি। এছাড়াও তার 5বছরের একটি ছেলে সন্তান রয়েছে। শিশুদের কিভাবে পুষ্টিসহ নানান বিষয়ে যত্ন নিতে হয় সেই বিষয়ও শুনে থাকেন রেডিও মেঘনা থেকে। তার সাক্ষাৎকার গ্রহণকালে তিনি এধরণের অনুষ্ঠান নিয়মিত প্রচারের জন্য বলেন রেডিও মেঘনাকে ধন্যবাদ জানান তিনি।

রেডিও মেঘনার মাধ্যমে বাড়ছে মানুষের সচেতনতা

চরফ্যাশন উপজেলার ভেলুমিয়া ইউনিয়নের ৩ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা

ফাতেমা বেগম বলেন, আমার বয়স ৩০ বছর। আমি ৫ সন্তানের মা। আমার স্বামী একজন দিনমজুর। আমার সন্তানদের মধ্যে ১ থেকে ১৭ বছর বয়সী ৪ জন স্কুলে পড়ে। আর ৩ জন ৫ থেকে ১০ বছর বয়সী। আমার স্বামী মাসে ৫ থেকে ৬ দিন কাজ করে। আমার স্বামী ও আমার ছেলে রেডিও মেঘনা শুনে ডায়রিয়া, কলেরা, টাইফয়েড, হেপাটাইটিস এ, ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, ডায়াবেটিস, হার্ট ও কিডনি রোগ সম্পর্কে জানতে পারে। আমার স্বামী ও ছেলে আমাকে এসব রোগ সম্পর্কে জানায়। আমি এখন বাড়ি ঘর পরিষ্কার রাখি। খাবার পানি ফুটিয়ে খাই। আমার স্বামী ও ছেলে রেডিও মেঘনা শুনে বাড়ি ঘর পরিষ্কার রাখে। আমার স্বামী ও ছেলে রেডিও মেঘনা শুনে ডায়রিয়া, কলেরা, টাইফয়েড, হেপাটাইটিস এ, ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, ডায়াবেটিস, হার্ট ও কিডনি রোগ সম্পর্কে জানতে পারে। আমার স্বামী ও ছেলে আমাকে এসব রোগ সম্পর্কে জানায়। আমি এখন বাড়ি ঘর পরিষ্কার রাখি। খাবার পানি ফুটিয়ে খাই। আমার স্বামী ও ছেলে রেডিও মেঘনা শুনে বাড়ি ঘর পরিষ্কার রাখ